নির্বাসিতের ব্যাধি, ব্যাধির স্বরূপ
ঝুম্পা লাহিড়ির 'ইন্টারপ্রিটার অফ মেলাডিজ'

দীপেন্দু দাস

উত্তর আধুনিক বা উত্তর ঔপনিবেশিক আলোচনায় নির্বাসন বা exile এক ভাববীজ। যার ভাবকল্প অভিধানে বর্ণিত 'নিজের দেশ বা গ্রাম থেকে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে বিতাড়িত ব্যক্তির অবস্থা' (Cambridge Advanced Learner's Dictionary) এই অর্থে সীমাবদ্ধ নয়। 'শক্তির প্রয়োগে বাস্তব অথবা ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বিতাড়ন' -এর প্রচলিত সংজ্ঞা অতিক্রম করে এই ভাববীজ বহু মাত্রিক রূপকল্পের অনুরণন বহন করে আনে। যদিও বাস্তব ও ভৌগোলিক অবস্থান থেকে স্থানান্তর, 'নির্বাসন' ধারনায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তবু এই স্থানান্তর নিতান্ত বাধ্যতামূলক কোনও শর্ত নয়।

নির্বাসনের অনুভূতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনুভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আধুনিকীকরণ, উপনিবেশ স্থাপন ও বিশ্বায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার হাত ধরে এই অনুভূতির জন্ম এবং প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'স্বভূমি' বা 'জন্মভূমি'তে কারোর নির্বাসনের উপলব্ধি হতে পারত। এডোয়ার্ড সাইদের মতে নির্বাসন বাস্তব বা রূপক; অথবা এই দুয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শন বা হিংসার প্রকাশে নয়, অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে বল প্রকাশের মাধ্যমেও নির্বাসন অনুভূতির জন্ম হতে পারে। পাশ্চাত্যে বা নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরের অবস্থানে বৌদ্ধিক মহলে বা শিক্ষা জগতে এর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ঝুম্পা লাহিড়ির গল্প সংকলন 'ইন্টারপ্রিটার অফ মেলাডিজ' -এর প্রায় প্রতিটি গল্পে 'নির্বাসন' -এর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং তার বহুমাত্রিক রূপকল্পের অনুরণন, আখ্যান বা চরিত্র চিত্রায়নে বিশেষ মাত্রা আরোপ করেছে।

কোনও শিল্পীমনে নির্বাসনের মানসিক অবস্থান এক বা একাধিক কারণে হতে পারে। লন্ডন শহরে এক বাঙালি পরিবারের জন্ম হওয়া ঝুম্পা লাহিড়ি দ্বিতীয় প্রজন্মের ডায়াসপোরা। তাঁর বাবা - মা বহু বৎসর আগে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। শৈশব থেকেই বার বার স্থানচ্যুতি ঘটেছে ঝুম্পার জীবনে। ছোটবেলাতে বাবা - মা'র সঙ্গে এসেছিলেন রোজ শহরে। যেখানে কেটেছে তাঁর শৈশব। তারপর থেকে বাবা - মা'র হাত ধরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষণিকের আবাস হওয়ার ফলে এক জায়গায় দীর্ঘদিন বাস করা হয়ে ওঠেনি। একদিন ঝুম্পা পাড়ি জমালেন আমেরিকাতে। বার বার এই স্থানচ্যুতি, আমেরিকার নাগরিকত্ব, বাঙালি মা - বাবা ভারতবর্ষে আত্মীয়স্বজন ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, ঝুম্পার মধ্যে এক ধররনের অস্তিত্বের সংকট, আপনত্ব বোধের অভাব ও নির্বাসনের অনুভূতির জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> বাবা -মা যখন ত্রিশ বছর একটা দেশে বাস করার পরও আরেকটা দেশকে যখন নিজের স্বভূমি বা বাসস্থান বলে ভাববেন, তখন সন্তানের বড় মুশকিল হয়। ভারতবর্ষ তাঁদের জন্য 'ঘর'। আমরা সব সময়ই পেছনের পানে তাকিয়ে ছিলাম। তাই কখনোই এই দেশটাকে সম্পূর্ণ নিজের বলে ভেবে উঠতে পারিনি। এই সারা দেশে আমাদের কোনো আত্মীয় নেই। ভারতবর্ষের ব্যাপারটা আলাদা— আমাদের প্রসারিত পরিবারেই ছিল আমাদের আত্মীয়জন (লাহিড়ি ঃ ২০০১)

ভারতবর্ষ 'স্বদেশ' হয়ে ওঠার মতো এই প্রসারিত বা বর্ধিত পরিবারের বন্ধন ঝুম্পার কাছে এতো দৃঢ় ছিল না। পরিবারের লোকের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ভারতবর্ষে বেড়াতে এসে শিকড়ের সন্ধান এবং শেকড়ের স্পর্শ অনুভব করা সম্ভব হলেও, বিচ্ছিন্নভাবে ক্ষণিকের ভারত যাত্রায় এই দেশে 'স্বদেশ' রচনা করা সম্ভব হয়নি। ঝুম্পার বয়ানে ঃ 'আমি ওখানে বেড়ে উঠিনি। কিছুরই অঙ্গ আমি ছিলাম না। ওখানে বেড়াতে গেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু আমাদের কোনও বাড়ি ছিল না। এমন একটা জগৎ আঁকড়ে ধরতে চাইছিলাম যা কখনও সম্পূর্ণভাবে আমাদের সঙ্গে ছিল না। (লাহিড়ি ঃ ২০০১) ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ। এই তিন দেশে কোনো না কোনোভাবে গ্রন্থি থেকে যাবার ফলে যে - কোনো একটা দেশের প্রতি ঝুম্পার আত্মিক টান গড়ে ওঠেনি, এবং ওই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

'কোনো দেশই আমাদের মাতৃভূমি নয়। যে দেশেই যাই নিজেকে নির্বাসিত মনে হয়। আর সেইজন্য নির্বাসনে যারা জীবন কাটায় তাদের জীবনের আলেখ্য লেখার তাগিদ অনুভব করি।' নির্বাসন বা নির্বাসিতের অনুভূতি এইবাবে ঝুম্পার মন ও মনন, অস্তিত্ব, ব্যক্তি ও শিল্পী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে এতাবৎ সৃষ্ট তাঁর কথা সাহিত্যে মুখ্য স্থান দখল করে নিয়েছে।

সংকলনের প্রথম গল্প 'ইন্টারপ্রিটার অফ মেলাডিজ' -এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বহু ভাষায় বাক্যালাপে অভ্যস্ত এক ট্যুরিস্ট গাইড, যার পার্ট - টাইম চাকরি এক ডাক্তারের চেম্বারে। গুজরাতি রোগীদের সমস্যাগুলো ইংরেজিতে ডাক্তারবাবুকে বুঝিয়ে বলা। আমেরিকায় বসবাসকারী এক ভারতীয় ডাযাসপোরা পরিবারের ভারত ভ্রমণে এই টুরিস্ট গাইডের ভ্রমণসঙ্গি হওয়ার সূত্রে গল্পে কাহিনি তৈরি হয়। গল্প যত এগোয় আপাত সুখী পরিবারের ভেতর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা কাহিনি আমাদের সামনে উঁকি দিতে থাকে। একই সঙ্গে উন্মোচিত হতে থাকে নির্বাসিতের দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্টবোধ ও সমস্যা। ক্রমশ বহুমাত্রিক রূপকল্প সৃষ্টির মাধ্যমে, exile বা নির্বাসন ভাববীজে নতুন মাত্রা আরোপিত হয়।

একবার পড়া শুরু করলে শেষ না করে ঝুম্পা লাহিড়ির গল্প নামিয়ে রাখা যায় না। এমনই উচ্চকোটির কথকতার মুনশিয়ানা তাঁর দখলে। ঘটনাপ্রবাহের মাঝখানে, কখনো বা কোনো ভূমিকা ছাড়াই, তিনি গল্প বলা শুরু করেন। আখ্যানপর্ব চলাকালীন মাঝেমধ্যে অতি সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে, প্রেক্ষাপট, চরিত্র এবং তাদের কৃষ্টি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান পাঠকদের কাছে উপস্থাপনার দক্ষতা ঝুম্পার অনায়াস করায়ত্ত।

সংকলনের শিরোনাম গল্প 'ইন্টারপ্রিটার...' –এর মুখ্য ভূমিকায় যে তিনটি চরিত্র তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রী ও শ্রীমতী দাস। দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে এই দম্পতি আমেরিকা থেকে ভারত ভ্রমণে এসেছেন। ওড়িসাতে তার কাপাসি নামে ট্যুরিস্ট গাইডের সংশ্রবে আসেন, যে একই সঙ্গে পার্টটাইম কাজ করে এক ডাক্তারের কাছে। কাজের ধরণ বড় অদ্ভুত। ডাক্তার আর তাঁর গুজরাতি রোগীদের মধ্যে দোভাষির কাজ।

ভারতবর্ষে বেড়াতে আসা জন্মসূত্রে ভারতীয় এই আপাত সুখী পরিবারে স্বামী - স্ত্রী পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ নিরুত্তাপ মনে হয়। উত্তাপহীনতা, গা ছাড়া ভাব এবং আপন বোধের অভাব কথাকারের দু-একটা তুলির টানে ফুটে ওঠে। 'Mr. and Mrs. Das bickered about who shouuld take Tina to the toilet. Eventually Mrs. Das relented when Mr. Das Pointed out that he had given the girl her bath the night before.' তবুও টয়লেটে নিয়ে যাবার সময় ছোট্ট মেয়ের হাত ধরলেন না শ্রীমতী দাস।

উপরে দেওয়া এই বর্ণনা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ কোনো পরিবারের চিত্র বলে মনে হয় না। মনে হয়, একই আবাসে অবস্থিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন লোক ছন্নছাড়াভাবে একটা স্থান বা space ভাগ করে নিচ্ছে মাত্র। ডায়াসপোরা এই পরিবারে নিজস্ব বা

বিশেষ যে-কোনো কৃষ্টি বা সংস্কৃতির ছাপ নেই তা স্পষ্ট হয়ে যায় একটি মাত্র বাক্যে, 'The family looked Indian but dressed as foueigners did...'। বর্ণনায়, আখ্যানে, বক্তব্য উপস্থাপনায় এতোখানি পরিমিতি বোধ ঝুম্পার করায়ত্ত। জন্মসূত্রে ভারতীয়, বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক এই পরিবারের আদব কায়দায় ভারতীয়ত্ব কিছুই নেই। স্বামী - স্ত্রী দুজনেরই জন্ম ভারতে নয় আমেরিকায়, এই ঘোষণায় নিজেরা গর্বিত বোধ করেন। আবার নিয়মিতভাবে ছুটি কাটাতে ভারতবর্ষে আসেন। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসানসোলে ছুটে যান। দ্বিতীয় প্রজন্মের আমেরিকার নাগরিক এবং ডায়াসপোরা শ্রীমতী ও শ্রী দাসের মতো লোকদের পৃথিবীর কোথাও আসলে 'ঘর' বা 'home' স্বভূমি বা homeland বলে কিছু নেই। কোনও দেশই তাদের স্বদেশ নয়। এক ত্রিশঙ্কু অবস্থানে নির্বাসিত অধিবাসী এঁরা।

দাস পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অস্বস্তিকর নির্লিপ্ততার আস্তরণ ভেদ করার চেষ্টা করলেই মনে হয়, আপাত সুখী পরিবারের মোড়কে সম্ভবত না - বলা অনেক কাহিনি লুকিয়ে আছে। মাঝে মধ্যে ভ্রম হয় এঁরা সম্ভবত ভ্রমণ পথে পরিচিত সহযাত্রী মাত্র, এক পরিবারের সদস্য নয়।

'Mr. and Mrs. Das behaved like and old brother and sister, not parents. It seemed that they were in charge of the children only for the day. It was hard to believe they were regularly responsible for anything other than themselves.'

স্বামী-স্ত্রীর আবেগহীন, নিরুত্তাপ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ দেখে ধারণা হয় দাম্পত্য জীবনে এরা বাস্তব স্পেস ভাগাভাগি করছে যদিও মনের জগতে ভাগ করে নেওয়া কোনো সহাবস্থান এদের নেই। দেশের নাগরিক হয়েও আমেরিকায় মূল স্রোতের অধিবাসি এরা নয়। একই ছাদের নীচে থেকেও যেন আলাদা দ্বীপের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা। নির্বাসনের বহুমুখী অভিব্যক্তি সঞ্চিত জীবন পাতে নিঃসঙ্গতা এদের নিয়ত অভিজ্ঞতা।

শরীরের অসুখ নয়, গল্পের প্রধান তিনটি চরিত্রই মনের malady বা অসুখে অসুখী। নিজের ছেলের চিকিৎসা সূত্রে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাপাসির যোগাযোগ। ডাক্তারের বকেয়া ফি দিতে না পেরে তাঁর অনুরোধে অন্যান্য রোগী ও ডাক্তারবাবুর মধ্যে দোভাষির কাজ শুরু করেছিল। ক্রমশ বাড়তে থাকা সংসার চালানো আর বউয়ের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে এই দোভাষির কাজ ছেড়ে দিতে পারে না সে। দোভাষির এই পার্ট - টাইম চাকরি কাপাসির স্ত্রী কোনওদিন মেনে নিতে পারেনি। প্রতিদিন ডাক্তারের কাছে রোগীর অসুস্থতার খুটিনাটি উপস্থাপনার স্বামীর এই কাজ সন্তান বিয়োগের ব্যথা তাকে ভুলতে দেয় না। নিজের প্রিয় সন্তান নেই, অথচ স্বামী অন্যের জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এটা মেনে নিতে তার কষ্ট হয়। এক ছাদের নিচে রাত কাটালেও স্বামী - স্ত্রী উভয়েই আলাদা জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়ে। দোভাষির কাজ স্ত্রীর কাছে কোনো মর্যাদা পায় না। ইন্টারপ্রিটারের এক দুরূহ কাজ তার কাছে বেড প্যান পাল্টানোর মতো অ্যাসিস্টেন্ট -এর কাজ থেকে আলাদা কোনও মাত্রা পায় না। প্রায় রাতে বিছানায় গিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। স্বামীর সঙ্গে কদাচিৎ নিবিড় মিলনেও সে কাপড়ের আড়াল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করে দেয় না। দুজনের অবস্থানের মধ্যে মরুভূমি প্রতিনিয়ত বেড়ে চলে। দাম্পত্য জীবনেও এক ধরনের নির্বাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবন গতি চলতে থাকে।

ভ্রমণার্থী দাস পরিবারেও এই নির্লিপ্তি লক্ষ করে কাপাসি। নিজের স্ত্রীর কাছে যে দোভাষীর কাজ গুরুত্বহীন, শ্রীমতী দাসের কাছে তা রোমান্টিক মনে হয়। মন ভরে যায় কাপাসির। অথচ তাঁর স্বামীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে কোনও রোমান্টিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায় না। একাকীত্বের নির্বাসনে আরেক নিঃসঙ্গ মনে অবলম্বন সন্ধান করে কাপাসি। কোনও প্রকাশ না থাকলেও, স্বপ্নের সৌধ তৈরি হতে থাকে মনে। কোনার্ক সূর্য মন্দিরে শ্রীমতী দাসের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনেক বার দেখা আলিঙ্গনে আবদ্ধ পাথরে, খোদাই নগ্ন নারী - পুরুষ মনে করিয়ে দেয় স্ত্রীর সম্পূর্ণ নগ্নদেহ সে কখনও দেখেনি, অথবা আগে আগে হেঁটে যাওয়া শ্রীমতী দাসের পায়ের মতো নিজের স্ত্রীর পায়ের সৌন্দর্য সে কখনও উপভোগ করেনি। শ্রীমতী দাসকে ঘিরে কল্পনায় এতোটাই বিভোর ছিল কাপাসি, যে এদের ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে সে আতঙ্কিত হচ্ছিল। স্বপ্নের ফানুসে আরও হাওয়া লাগাল যখন শ্রীমতী দাস নিজে থেকে কাপাসির ঠিকানা চেয়ে নিলেন এবং উদয়গিরিতে পরিবারের সঙ্গে সিঁড়ি না ডিঙিয়ে তার সঙ্গে গাড়িতে থেকে যাওয়া শ্রেয় ভাবলেন।

সেই ফানুস মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শ্রীমতী দাস যা বললেন, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না কাপাসি। নিজের ছোট ছেলে ববি যে তাঁর স্বামীর ঔরসের সন্তান নয়, শ্রীমতী দাসের এই স্বীকারোক্তিতে চমকে উঠল কাপাসি। কোনও জবাব দিতে পারল না যত শ্রীমতী দাস বললেন, 'I told you becuase of your talents'. শ্রীমতী দাসের মনে হয়, রোগীর অসুখের অনুবাদ করে এবং বিশদ ব্যাখ্যা করে যে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেয়, সে হয়তো তাঁরও malady, তাঁর সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করে মুক্তিপ্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। এক দুর্বল মুহূর্তে স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা শ্রীমতী দাসকে বহুদিন থেকে দগ্ধ করছে তিলে তিলে। স্বামীকে এখনও তিনি ভালোবাসেন, অথচ এই চরম রূঢ় সত্যটা স্বামীকে জানাতে পারেননি। অনেকক্ষণ ভেবে কাপাসি জিজ্ঞেস করলেন, 'Is it really pain you feel, Mrs. Das, or is it your guilty ?' বলতে গিয়েও কিছু বলতে পারলেন না শ্রীমতী দাস। ববিকে বাবা আর ভাইবোনেদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে দুশ্চিন্তা হল তাঁর। ববির চিৎকার ভেসে এল হঠাৎ। পাহাড়ে উদয়গিরির বানরের দল তাকে ঘিরে ধরেছে। সে ভয় পাওয়াতে দ্বিগুন উৎসাহে তার শার্ট ধরে টানছে কেউ কেউ। কেউ - বা গাছের ছোট ডাল দিয়ে আঘাত করছে তার শরীরে। ববি আতঙ্কে কাঁদছিল। শ্রী দাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শ্রীমতী দাস আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে কাপাসির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। লাঠি উঁচিয়ে দৌড়ে গিয়ে বানরগুলোর হাত থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে বাবা - মার হাতে সঁপে দিল কাপাসি। এই প্রথম ছেলেকে বুকে জড়িয়ে বাবা - মা দুজনেই আদর করতে লাগলেন। কাপাসি লক্ষ করল তার কাছে সংগ্রহ করা ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরো শ্রীমতী দাসের ব্যাগ থেকে পড়ে গেল। বিদেশে ফিরে গিয়েও তার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় থাকবে এই আশা বুকে দারুণ একটা অনুভূতি এনে দিয়েছিল। ঠিকানা লেখা টুকরোটা হাওয়ায় উড়তে উড়তে হারিয়ে গেল পাহাড়ের খাদে। ববির শুশ্রূষা নিয়ে ব্যস্ত শ্রীমতী ও শ্রী দাসের দৃষ্টি গেল না ওদিকে। দুচোখ ভরে এই দৃশ্য উপভোগ করছিল কাপাসি। সন্তানের প্রতি এই অকৃত্রিম মায়া মনোজগতে দুই দ্বীপে নির্বাসিত দুই বাসিন্দাকে যেন মুহূর্তে এক অবস্থানে পৌঁছে দিয়ে এক দায়বদ্ধতার জন্ম দিল। 'স্বভূমি' রচনার যা এক প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ, পরিস্থিতি, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির নিরিখে নিজের দৃষ্টিতে বা অন্যের দৃষ্টিতে সংজ্ঞায়িত আত্মপরিচয় নিরূপনের সমস্যা প্রায়সময় ঝুম্পা লাহিড়ির গল্পের আধার হয়। 'ইন্টারপ্রিটার অফ মেলাডিজ' সংকলনের শিরোনামের গল্প এ দিক দিয়ে কোনও ব্যতিক্রম নয়।

Malady বা ব্যাধির এক ইন্টারপ্রিটার বা অনুবাদকের কাছে নিজের ব্যাধির স্বরূপ নির্ধারণে, স্বগৃহে নির্বাসনের অনুভূতি আক্রান্ত এক মহিলা নিরন্তন পীড়াদায়ক ব্যাধিমুক্তির আশায় জীবনের এক চরম গোপন সত্য উন্মোচিত করেন। অন্যের পীড়া মোচনে কোনও ভূমিকা নিতে না পারলেও 'ইন্টারপ্রিটার' কাপাসি এই প্রথম নিজের জীবনে তিল তিল করে গড়ে ওঠা ব্যাধির স্বরূপ নির্ধারণে সক্ষম হয়। অবৈধ সন্তান ঘিরে বাবা - মা'র অকৃত্রিম ভালোবাসা আর পরম মমতায় ভাগ করে নেওয়া দায়বদ্ধতা-র দৃশ্য উপভোগ করতে করতে, ব্যাধির ব্যাখাতা নির্বাসনের অনুভূতি সঞ্চিত নিজের জীবনে ব্যাধিমুক্তির পথ হয়তো - বা পেয়েও যায়।